রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১০, ১৯৯৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৯৯/২৬শে কার্তিক, ১৪০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ই নভেম্বর, ১৯৯৯ (২৬শে কার্তিক, ১৪০৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু দারিদ্র বিমোচনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডা সরকারের সাহায্যপুষ্ট এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত আরডি-১২ প্রকল্প, আর, বি, পি, এবং আর, বি, আই, পি, কে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত একটি স্ব-শাসিত সুদৃঢ়, আর্থিক স্বনির্ভর ও অমুনাফাকাঙ্খী সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে একটি স্ব-শাসিত, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

এবং যেহেতু দারিদ্র বিমোচন, দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের উদ্দেশ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবার এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও কার্যকারিতা।**—(১) এই আইন পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন আইন, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) ইহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "আরডি-১২" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প;

(খ) "আর, বি, আই, পি" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী বিত্তহীন সংস্থা প্রকল্প ;

(গ) "আর, বি, পি" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী;

(ঘ) "সুবিধাভোগী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি ফাউন্ডেশন হইতে আর্থিক অথবা আর্থিক নয় এইরূপ সেবা বা উপকার লাভ করেন;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত তফসিল;

(চ) "নির্ধারিত" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ছ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন;

(জ) "বি, আর, ডি, বি" অর্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(ঝ) "বিত্তহীন" অর্থ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান আর, বি, আই, পি এর কোন সুবিধাভোগী অথবা ফাউন্ডেশনের কোন সুবিধাভোগী;

(ঞ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড অব গভর্নর্স;

(ট) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের কোন সদস্য;

(ঠ) "টিবিসিসিএ" বলিতে থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বুঝাইবে;

(ড) "প্রাথমিক সমবায় সমিতি" বলিতে আরডি-১২, আর, বি, পি এবং আর, বি, আই, পি'র আওতায় সংগঠিত বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা সমিতিকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন চুক্তি বা দলিলে এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৭) যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সদস্যের স্বার্থের সংশ্লেষ থাকে সেই বিষয়ে তিনি কোন ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধানাবলী ধারা ৭(১)(চ)তে উল্লিখিত সুবিধাভোগী সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত একজন সদস্য বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৯) শুধুমাত্র বোর্ডের সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনের ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৪। কমিটি।—বোর্ড উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য যেইরূপ সংগত মনে করিবে সেইরূপ কমিটি বা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। ফাউণ্ডেশনের কার্যাবলী।—(১) ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য ও কর্তব্য হইবে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর আর্থিক সাহায্য, দক্ষতা-বৃদ্ধি-সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসংগিক সেবা প্রদান করা।

(২) পূর্ববর্তী বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া ফাউণ্ডেশনের নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) এমন কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাহাতে ফাউণ্ডেশনের বিবেচনায় যথাযথ ফিস বা সুদ পরিশোধের শর্তে কোন সুবিধাভোগীকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকে;

(খ) ফাউণ্ডেশন সুদ প্রদানের শর্তসহ উহার বিবেচনায় যথাযথ অন্যান্য শর্তাদিতে কোন সুবিধাভোগী নিকট হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগ-সেবা প্রদানের জন্য অর্থ গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া;

(গ) বিত্তহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উন্নয়ন সাধন করা, তাহাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করা, তাহাদের অংশীদারিত্ব বোধ উৎসাহিত করা এবং তাহাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার চেতনা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রস্তুত ও গ্রহণ করা এবং উক্তরূপ প্রকল্প ও পরিকল্পসমূহ বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্ম-সংস্হান ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ও পরিকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগের ধারণা সঞ্চার ও বিস্তারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ও বিকাশিত করা ও উহাতে সহায়তা করা;

(ঙ) দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য মালামাল বা সেবা প্রদানের নিমিত্ত অন্য কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্হার এজেন্ট হিসাবে কাজ করা, যদি অনুরূপ মালামাল বা সেবা প্রদানের লক্ষ্য ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহের প্রবর্ধন ও সাফল্যের সহায়ক হয়;

(চ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহের বিকাশ ও অর্জনকল্পে সরকারী, বেসরকারী বা আধাসরকারী এজেন্সী, সংগঠন, কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা ও পরিচালনা করা;

(ছ) অনুরূপ উদ্দেশ্যসমূহ বিকাশে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহসহ বাংলাদেশের এবং বিদেশের অন্যান্য সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন ও রক্ষা করা এবং ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ প্রবর্ধনের জন্য অনুরূপ সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও এজেন্সীগুলিকে সহযোগিতা করা;

(জ) ফাউন্ডেশনের পরিচালনার কাজে অবিলম্বে প্রয়োজন হইবে না ফাউন্ডেশনের এমন অর্থ ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগে, যেমন, সরকারী বন্ড, সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তাদানকৃত অন্যান্য বিনিয়োগ বা মেয়াদী আমানতে এবং ব্যাংকের সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা ;

(ঝ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য তহবিল গঠন করা এবং যে কোন সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উৎস হইতে এবং বাংলাদেশ ও বিদেশের কোন এজেন্সী হইতে দান, অনুদান, ঋণ বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী দান, অনুদান, ঋণ বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ, সরকারের অনুমোদন ও সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, অভ্যন্তরীণ কোন উৎস হইতে কোন দান, অনুদান, ঋণ বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করার জন্য অনুরূপ কোন অনুমোদন বা শর্তাদি পূরণের প্রয়োজন হইবে না ;

(ঞ) ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের উপকারার্থ এবং তাহাদিগকে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং অন্যান্য তহবিল গঠন করা এবং পেনশন ও যৌথ বীমা প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাহাদের জন্য বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ;

(ট) ফাউন্ডেশনের অনুকূলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তমসুক, বন্ধক, দায়বন্ধকরণ বা স্বত্ব নিয়োগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ও অগ্রিমসমূহ সুনিশ্চিত করা;

(ঠ) ফাউন্ডেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন বা কাঙ্ক্ষিত হয় সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্য করা; এবং

(ড) উপরি-উক্ত কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত, প্রাসঙ্গিক বা আনুষাংগিক বলিয়া বোর্ড বিবেচনা করে এমন অন্য যে কোন কার্যাদি এককভাবে কিংবা অন্য কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সম্পাদন করা।

১৬। **তহবিল**।—(১) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে জমা হইবে,—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) বিদেশী এজেন্সী ও সংস্থাসমূহ হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(গ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(২) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৫। প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।—(১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে করে সেইরূপ স্থানে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে বাংলাদেশের সেইরূপ অন্যান্য স্থানে ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যালয়, কেন্দ্র ও নিয়মিত সংস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।—(১) ফাউন্ডেশনের বিষয়াদির ও কার্যসমূহের সাধারণ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান এমন একটি বোর্ড অব গভর্ণর্স এর উপর ন্যস্ত হইবে যাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ফাউন্ডেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে উহাকে একটি সামাজিকভাবে সুদৃঢ় এবং আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল সত্তা হিসাবে বিবেচনার নীতি অনুসরণ করিবে।

৭। বোর্ড।—(১) বোর্ড অব গভর্ণর্স নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যিনি পদাধিকারবলে উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যিনি পদাধিকারবলে উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন উহার এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি পদাধিকারবলে উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঙ) তিনজন প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;

(চ) চারজন সুবিধাভোগী প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৫) ও (৬) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন।

(২) বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অনূ্যন তিনজন হইবেন মহিলা।

(৩) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রাইভেট সেক্টর সদস্যগণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ডে তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে আবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় প্রাইভেট সেক্টরের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

(৫) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ষ্টীয়ারিং কমিটির সুবিধাভোগী সদস্যগণ, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ডে তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে আবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় খেলাপী ঋণগ্রস্ত নহেন এমন সুবিধাভোগীদের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

৮। **পদত্যাগ।**—পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত অন্য যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৯। **বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ।**—বোর্ডের কোন সদস্য অপসারিত হইয়া যাইবেন, যদি তিনি—

(ক) সভাপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত বোর্ডের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) ফাউন্ডেশনের মূলধন, আয় বা সুখ্যাতির জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য করিয়াছেন মর্মে বোর্ড কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

১০। **সাময়িক শূন্যতা পূরণ।**—পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কোন মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে, তাহার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে ধারা ৭ এর সংশ্লিষ্ট উপ-ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত করা হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি যে সদস্যের শূন্য পদে স্থলাভিষিক্ত হইবেন সেই সদস্যের পদ শূন্য না হইলে তিনি যতদিন উক্ত পদে বহাল থাকিতেন ততদিন উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১১। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক।**—(১) ফাউণ্ডেশনের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন যিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে নিযুক্ত হইবেন। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচন করা হইবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং ফাউণ্ডেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ষ্টীয়ারিং কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউণ্ডেশনের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হইবেন; এবং ইহার পরে যখনই ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইবে, তখন উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া উক্ত পদ পূরণ করা হইবে।

(৩) বোর্ডের অন্যূন তিন এবং অনূর্ধ্ব পাঁচ জন সদস্য যাহাদের অন্ততঃ একজন প্রাইভেট সেক্টর এবং খেলাপী ঋণগ্রস্ত নহেন এইরূপ একজন সুবিধাভোগী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাছাই করা হইবে।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীকে পল্লী উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসহ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকিতে হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ক্ষেত্রমত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় পদের দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরবর্তী পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৬) ফাউণ্ডেশন এই ধারা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

১২। **ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী**।—(১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত হিসাবে বোর্ড যেইরূপ কার্যাবলী বরাদ্দ করিয়া দেয় সেইরূপ সকল কার্যাবলী এবং ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ ও সহায়ক কিন্তু বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিটির জন্য সংরক্ষিত নহে, এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করাও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব হইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বসমূহ হইবে—

(ক) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করা;

(খ) বোর্ডের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা, যেমন—ফাউন্ডেশনের আর্থিক লক্ষ্যের সহিত সংগতিপূর্ণভাবে সুদের হার চালু করার সুপারিশ;

(গ) আরোপনীয় বা পরিশোধনীয় সুদের হার চালু করাসহ ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং কৌশলাদি কার্যকর করা;

(ঘ) ফাউন্ডেশনের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সংরক্ষণের প্রতি সুদৃঢ় দৃষ্টি রাখিয়া চলমান বাজার শক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা;

(ঙ) বোর্ডের দলিলাদি প্রস্তুত করা;

(চ) ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ করা এবং ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ তত্ত্বাবধান করা;

(ছ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর লক্ষ্যসমূহ এবং মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ সকল লক্ষ্যসমূহের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও অনুসরণের ব্যবস্থা করা;

(জ) সময় সময় প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ সমন্বয় বিধানপূর্বক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণসহ ফাউন্ডেশনের জনবলনীতির উন্নয়ন ও সুপারিশ করা;

(ঝ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপর অর্পণ করা।

১৩। **সভা**।—(১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে বের্ডের সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে বোর্ডের অন্ততঃ দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভাসমূহ, বোর্ডের সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষে, সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে, সদস্য-সচিব কর্তৃক আহবান করা হইবে;

(৪) বোর্ডের সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্যূন পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) বোর্ডের সভায় সকল বিষয় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থিরিকৃত হইবে।

২৮। **লিকুইডেশন।**—ব্যাংক কোম্পানীসহ কোন কোম্পানীর অবলুপ্তি সম্পর্কিত কোন আইনের বিধান ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ এবং সরকার যেইরূপ পদ্ধতি নির্দেশ করে, সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত ফাউন্ডেশন অবলুপ্ত করা যাইবে না।

২৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের বিধানাবলীর কার্যকারিতা প্রদানের এবং ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর দক্ষ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বোর্ড, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহা উক্তরূপ প্রকাশের তারিখে বলবৎ হইবে।

৩০। **বিআরডিবি এবং কতিপয় বিলুপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর নিকট হইতে সম্পদ, দায়-দেনা, ইত্যাদি হস্তান্তর।**—আপাততঃ বলবৎ কোন আইন অথবা কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিল-দস্তাবেজে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে—

(ক) বি, আর, ডি, বি এর তত্ত্বাবধানাধীন আরডি-১২ প্রকল্প, আর, বি, পি এবং আর, বি, আই, পি অতঃপর উক্ত প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচী বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচীর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত উক্ত প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচীর যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ এবং তৎসম্পর্কিত সকল হিসাব বহি, রেজিষ্টার, রেকর্ড ও অন্য যে কোন ধরনের দলিল-দস্তাবেজ ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(গ) উক্ত প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচীর উপর বর্তিত সকল দায়-দেনা ও দায়িত্ব, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে উহাদের দ্বারা বা উহাদের সহিত বা উহাদের পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং কোন মালামাল বা সেবা বা উভয়টি সরবরাহের জন্য অংগীকারাবদ্ধ সকল বিষয় ও বস্তু ফাউন্ডেশনের উপর বর্তিত, অথবা উহার দ্বারা, উহার সহিত বা উহার পক্ষে সম্পাদিত বা অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে উক্ত প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচী কর্তৃক প্রদত্ত সকল ঋণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

৩১। **টিবিসিসিএসমূহের সম্পদ, দায়-দেনা, ইত্যাদি ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিল-দস্তাবেজে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে—

(ক) আরডি-১২, আর,বি,পি বা আর,বি,আই, পি এর কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে Cooperative Societies Ordinance, 1984 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহ, এই আইনে টিবিসিসিএ বলিয়া উল্লিখিত, এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, অনুদান, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, যে কোন নামে বা আকারে রক্ষিত হউক না কেন এবং উক্ত সম্পত্তির উপর বা উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বহি, রেজিষ্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য যে কোন ধরনের দলিল-দস্তাবেজ, দফা (ঙ) ও (চ) এর শর্ত সাপেক্ষে, যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে, ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) টিবিসিসিএসমূহের এইরূপ সকল ঋণ, দায়-দেনা যাহা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল, আরডি-২ প্রকল্পের মেয়াদে টিবিসিসিএসমূহ কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের নিকট হইতে গৃহীত দায়-দেনা ব্যতীত এবং প্রাথমিক সমিতিসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত পরিশোধিত শেয়ার মূল্য সংক্রান্ত এবং প্রাথমিক সমিতিসমূহের সদস্যগণ কর্তৃক ভবিষ্যতে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ সংক্রান্ত দায় ব্যতীত, যে কোন ধরনের পালনীয় বাধ্যবাধকতা (obligations), যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে, ফাউন্ডেশনের ঋণ, দায়-দেনা ও পালনীয় বাধ্যবাধকতা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই দফায় উল্লিখিত ঋণ, দায়-দেনা এবং পালনীয় বাধ্যবাধকতা ভবিষ্যতে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ সংক্রান্ত দায় ব্যতীত, এতদসংগে সংযুক্ত তফশিলের অংশ-২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ বা ক্ষেত্র মতে পরিপালন করা হইবে;

(গ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে, দফা (ক) এর অধীনে ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত সম্পদসমূহ, অধিকারসমূহ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং সম্পত্তিসমূহ, অনুদান, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থসমূহ সম্পর্কে এবং দফা (খ) এর অধীনে ফাউন্ডেশনের ঋণ, দায়-দেনা, ও পালনীয় বাধ্যবাধকতা হিসাবে গণ্য হইয়াছে এইরূপ সকল ঋণ, দায়-দেনা ও পালনীয় বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে টিবিসিসিএসমূহ কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা ও আইনগত কার্যধারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা ও আইনগত কার্যধারা বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ঘ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আরডি-১২ প্রকল্প এবং আর, বি, পি অথবা আর, বি, আই, পি এর এইরূপ সকল সম্পদ যাহা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে টিবিসিসিএসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন ছিল, তাহা যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে, ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন থাকিবে;

(ঙ) দফা (ক) এর অধিনে ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর বা ন্যস্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পরিশোধিত শেয়ার মূলধন সম্পর্কিত যে অর্থ কোন টিবিসিসি এর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন ছিল সেই অর্থ বাবদ নগদ অর্থ, যাহা উক্ত শেয়ারের অভিহিত মূল্যের কম নহে, ফাউন্ডেশন কর্তৃক উক্ত টিবিসিসিএ-কে ফেরৎ প্রদান করা হইবে;

(চ) ভবিষ্যতে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টিবিসিসিএসমূহের নিকট জমাকৃত যে অর্থ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় অব্যবহিত পূর্বে টিবিসিসিএসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন ছিল, সেই অর্থ, বাবদ নগদ অর্থ, যাহা জমাকৃত অংকের কম নহে, প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে পরিশোধের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহকে, এতদসংগে সংযুক্ত তফশিলের অংশ-১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী, ফেরৎ প্রদান করিবে;

(ছ) কোন চুক্তি বা চাকুরীর শর্তাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দফা (ঘ) তে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অডিটরগণের, যদি থাকে, চাকুরী ফাউন্ডেশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং তাহারা উক্তরূপ হস্তান্তরিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য চাকুরীর শর্তাধীনে, উক্ত শর্তাবলী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, ফাউন্ডেশনের চাকুরীতে উহা কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অডিটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩২। **নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও সম্মতি দান এবং নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ আরোপ।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন চুক্তি বা অন্য কোন দলিল-দস্তাবেজে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে—

(ক) ধারা ৩১ এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের সহিত কাজ-কারবার বা অন্য কোন লেন-দেন সম্পাদনের ব্যাপারে টিবিসিসিএসমূহ, উহাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বা এজেন্টগণ কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা অনুমোদন ও সম্মতি প্রদানের অধিকারসমূহ, টিবিসিসিএসমূহ, উহাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বা এজেন্টগণের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নামে ব্যাংক হিসাবসমূহ পরিচালনার অধিকারসহ, ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং এই আইনের বিধানাবলীকে পূর্ণভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃক স্বীকৃত হইবে এবং ফাউন্ডেশন যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপে উক্ত অধিকার, কর্তৃত্ব বা সুবিধাসমূহ প্রয়োগ করিবে;

(খ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে কোন সময় আরডি-১২, আর, বি, পি অথবা আর, বি, আই, পি প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী অথবা উহাদের সহিত নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক সমিতিসমূহের সদস্যদের সহিত যে কোন কাজ-কারবার সম্পাদন বা সেবা প্রদানের যে অধিকার অথবা কর্তৃত্ব অথবা সুবিধা টিবিসিসিএসমূহের ছিল তাহার অবসান হইবে এবং সেই অধিকার অথবা কর্তৃত্ব অথবা সুবিধা ফাউন্ডেশনের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফাউন্ডেশন যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপে উক্ত অধিকার, কর্তৃত্ব বা সুবিধাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ অথবা উহাদের সদস্যদের উপর টিবিসিসিএসমূহের, উহাদের কর্মচারী এবং এজেন্টদের এইরূপ কোন কর্তৃত্ব, এখতিয়ার, নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রভাব থাকিবে না যাহা উপরোক্ত সমিতিসমূহ বা উহাদের সদস্যদের সহিত ফাউন্ডেশন, উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কাজ-কারবার অথবা অন্য কোন লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধকরণ, প্রতিবন্ধকতা অথবা হস্তক্ষেপমূলক প্রভাব ফেলিতে পারে;

(ঘ) টিবিসিসিএসমূহ, উহাদের কর্মকর্তা এবং এজেন্টগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এইরূপ কোন কাজ করিবেন না বা এমন কোন কাজে নিয়োজিত হইবেন না যাহা যে কোনভাবে ফাউন্ডেশনের কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে অথবা হস্তক্ষেপ করিতে পারে অথবা বিঘ্ন ঘটানোর বা হস্তক্ষেপমূলক প্রভাব ফেলিতে পারে;

(২) টিবিসিসিএসমূহ, উহাদের কর্মকর্তা এবং এজেন্টগণ উপধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের সহিত এইরূপ কোন কাজ-কারবার সম্পাদন বা সেবা প্রদান করিবেন না অথবা এইরূপ কোন কাজ-কারবার সম্পাদনে বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত হইবেন না যাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক উহাদের সহিত সম্পাদিত কাজ-কারবার বা উহাদিগকে প্রদত্ত সেবার মত বা অনুরূপ হইবে।

তফসিল

[ধারা ৩১ দ্রষ্টব্য]

অংশ-১

ভবিষ্যতে শেয়ার ক্রয়ের জন্য টিবিসিসিএসমূহের নিকট জমাকৃত অর্থ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যগণকে ফেরত প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) যেক্ষেত্রে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কোন সদস্যের কোন ঋণ ছিল না অথবা যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন সদস্যের ঋণ ছিল কিন্তু তাহার ঋণের আসল বা সুদ বাবদ কোন কিস্তি বকেয়া ছিল না, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ইস্যূতব্য শেয়ার ক্রয়ের জন্য তাহার প্রদত্ত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ তাহার সঞ্চয়ী হিসাবে, তাহার অবগতিক্রমে, জমাকরণের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হইবে, এবং উক্ত সদস্য তাহার ইচ্ছাক্রমে উক্ত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন ;

(খ) যেক্ষেত্রে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কোন সদস্যের ঋণ ছিল এবং উক্ত ঋণের আসল বা সুদ বাবদ কোন কিস্তি বকেয়া ছিল, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ইস্যূতব্য শেয়ারক্রয়ের জন্য তাহার প্রদত্ত অর্থ উক্ত কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ তাহার ঋণ হিসাবে জমাকরণের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হইবে এবং যদি তাহার প্রদত্ত অর্থ উক্ত কিস্তির অর্থের অধিক হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দফা (ক) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত সদস্যের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হইবে, এবং উক্ত সদস্য তাহার ইচ্ছাক্রমে উক্ত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন ;

(গ) যেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির কোন সদস্যের কোন ঋণ ছিল না বা কোন টিবিসিসিএ'তে তাহার কোন সঞ্চয়ী হিসাব ছিল না, সেক্ষেত্রে শেয়ারক্রয়ের জন্য তাহার প্রদত্ত অর্থ পরিশোধ করা হইবে নিম্নরূপে, যথা :

(অ) যেক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি সদস্যের পরিচয় ও ঠিকানা ফাউন্ডেশনের নিকট জ্ঞাত থাকে সেক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন, নোটিশের মাধ্যমে, উক্ত সদস্যকে নোটিশে উল্লিখিত স্থান, তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইয়া শেয়ার ক্রয়ের জন্য তাহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য অবহিত করিবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে ;

(আ) যেক্ষেত্রে উপ-দফা (অ) এর অধীনে অর্থ পরিশোধ করা যায় নাই অথবা যেক্ষেত্রে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্ট সদস্যের সঠিক পরিচয় ও অবস্থান ফাউন্ডেশনের জানা না থাকে সেক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়ের জন্য তাহার প্রদত্ত অর্থ বাবদ প্রাপ্য অর্থ একটি লেজারে "নিখোঁজ সদস্য হিসাব" খাতে তাহার নামের বিপরীতে রেকর্ড করা হইবে এবং উক্ত অর্থ ফাউন্ডেশনের দায় হিসাবে গণ্য হইবে; এবং যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য নোটিশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী পাঁচ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উপস্থিত না হন অথবা যদি ফাউন্ডেশনের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পরিচয় এবং অবস্থান জানা না যায়, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য অর্থ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর বোর্ড যেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেইরূপে ব্যবহার করা হইবে।

(ঘ) সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঙ) দাতা সংস্থাসমূহ হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও সহায়তা;

(চ) ব্যবসায় এবং অন্যান্য কার্যক্রম হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং আয়;

(ছ) ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থাদি।

(২) ফাউন্ডেশনের তহবিলের সকল অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে ফাউন্ডেশনের নামে উহার হিসাবে জমা রাখা হইবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের তহবিল ব্যবহৃত হইবে,—

(ক) এ আইনের অধীনে সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(খ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য সাধনের এবং উহার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে;

(গ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য পূরণের সহিত সংগতিপূর্ণ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সদস্যপদের জন্য প্রদেয় ফি পরিশোধের এবং ঐ সকল সংস্থার প্রকাশনাসমূহের সুবিধাভোগী হিসাবে চাঁদা প্রদানের জন্য।

১৭। **বাজেট।**—প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শুরু হইবার পূর্বে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এবং নির্ধারিত ফরমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উহা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

১৮। **হিসাব।**—ফাউন্ডেশন যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্সশীটসহ বাৎসরিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং উক্তরূপ হিসাবের ব্যাপারে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সাধারণ নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবে।

১৯। **নিরীক্ষা।**—ফাউন্ডেশনের বাৎসরিক হিসাব বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত এমন একজন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে যিনি Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর অর্থানুসারে একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। অবশ্য বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষক নিযুক্তির কারণে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা কোনক্রমেই খর্ব হইবে না।

২০। **রিটার্ন, ইত্যাদি।**—(১) সরকার সময় সময় যেইরূপ নির্দেশ করে, ফাউন্ডেশন সরকারের নিকট সেইরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ সরবরাহ করিবে।

(২) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হইবার ছয় মাসের মধ্যে ফাউন্ডেশন, সারা বৎসরব্যাপী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদনসহ, ধারা ১৯ এর অধীনে নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত একটি হিসাব বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

২১। **কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ।**—ফউন্ডেশন উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্ধারিত শর্তাধীনে নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **ফাউন্ডেশনের পাওনা আদায়।**—ফাউন্ডেশনের সকল পাওনা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ গ্রহীতাকে বা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রথমে অন্যূন পনের দিনের একটি নোটিশ প্রদান না করিয়া কোন পাওনা উক্তরূপে আদায় করা যাইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন ঋণগ্রহীতাকে বা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে এই মর্মে অবহিত করিবে যে, তিনি উক্ত পাওনা নোটিশে নির্ধারিত কিস্তি মাফিক পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং কোন কিস্তি পরিশোধ করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন সমস্ত পাওনা আদায় করিবার ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

২৩। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড, ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদন এবং উহার দৈনিক লেনদেনের সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, উহা যেইরূপ শর্তাদি আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ শর্তাধীনে, ফাউন্ডেশনের কোন কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৪। **দায়মুক্তি**।—বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে কৃত সকল লোকসান এবং ব্যয়ের জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, যদি না উক্তরূপ লোকসান বা ব্যয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম বা ত্রুটির ফলে হইয়া থাকে।

২৫। **দণ্ড, ইত্যাদি**।—(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন ঋণ বা সুবিধা লাভ করিবার জন্য কিংবা মঞ্জুরকৃত উক্তরূপ ঋণ বা সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়ে জামানত হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রদেয় সত্ব সম্পর্কিত কোন দলিল বা অন্য কোন প্রকার দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিলে বা মিথ্যা বিবৃতি প্রদানে বা উক্তরূপ দলিলে মিথ্যা বিবৃতি বিদ্যমান থাকিবার জন্য জ্ঞাতসারে অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতীত উহার নাম কোন প্রসপেক্টাস বা কোন বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করিলে তিনি অনূর্ধ ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ডে বা অনধিক দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোন কিছু ফাউন্ডেশনের নিকট অর্পণ করিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে উহার অর্পণ স্থগিত রাখিলে বা অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৬। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।—বোর্ডের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

২৭। **কর হইতে অব্যাহতি**।—Income Tax Ordinance, 1984 (XXXIII of 1984) অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে কর, অধিকর (super-tax) বা ব্যবসায় মুনাফা কর সম্পর্কে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেইরূপ মেয়াদ নির্ধারণ করে, সেইরূপ মেয়াদের জন্য, ফাউন্ডেশনকে উহার কোন আয়, মুনাফা বা প্রাপ্তির উপর অনুরূপ কোন কর প্রদান করিতে হইবে না।

অংশ-২

ধারা ৩১ এর দফা (খ) তে উল্লিখিত দায়-দেনা ও বাধ্যবাধকতা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ বা ক্ষেত্রমতে পালন করা হইবে, যথাঃ—

(১) (ক) আরডি-২ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে টিবিসিসিএসমূহ কর্তৃক অর্জিত সকল সম্পদ এবং সদস্যগণের এইরূপ জমাকৃত অর্থ যাহা উক্ত প্রকল্পের অধীন প্রদত্ত বকেয়া ঋণের বিপরীতে সমতাবিধান (off set) সাপেক্ষ ছিল তাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিআরডিবি এর নিকট হস্তান্তর করা হইবে;

(খ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত সম্পদ ও সদস্যগণের জমাকৃত অর্থ বিআরডিবি এর নিকট হস্তান্তর করিবে, যথা ঃ—

(অ) ১৯৮৮ সনের পূর্বে উক্ত প্রকল্পের আওতায় সোনালী ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ হইতে বিত্তহীনদেরকে প্রদত্ত সকল ঋণ;

(আ) আরডি-২ চলাকালীন সময়ে প্রদত্ত সকল অর্জিত ও অনর্জিত উদ্বৃত্ত, চুক্তি বা নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনে সংরক্ষিত অর্থ ব্যতীত;

(ই) সদস্যগণের জমাকৃত এইরূপ ব্যালেন্স, সঞ্চয়ের আকারে হউক বা শেয়ার ডিপোজিটের আকারে হউক বা গোষ্ঠী তহবিলের আকারে হউক, যাহা এমন সদস্যগণের জমাখাতে পাওয়া যায় যাহাদের হিসাবে উক্ত প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রদত্ত ঋণের আসল বা সুদ বাবদ অপরিশোধিত ব্যালেন্স ছিল;

(গ) ফাউন্ডেশন তহবিলের অর্থের পরিমাণ ও শ্রেণীসমূহ এবং অবিনিময় সম্পদ উল্লেখপূর্বক এইরূপ বিস্তারিত বিবরণীও বিআরডিবি-এর নিকট সরবরাহ করিবে যাহার মাধ্যমে উক্ত তহবিল ও সম্পদ উহার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং যাহাতে উহার দাবী রহিয়াছে।

২। বিআরডিবি ফাউন্ডেশনের পক্ষ হইতে সোনালী ব্যাংকের নিকট বকেয়া আসল ও সুদ বাবদ টিবিসিসিএসমূহের দায়-দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।